চিরকুট

ফাতিমা আফরিন

ঘুমন্ত বিবেকের বোধোদয়ের সোপান...

লেখক পরিচিতি

ফাতিমা আফরিন। একজন সুশিক্ষিত 'মা'। সমাজের মুষড়ে পড়া পরিবারগুলো এবং ভুক্তভোগী স্বামী-স্ত্রীর প্রতি মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে কলম ধরা।

চিরকুট

ফাতিমা আফরিন

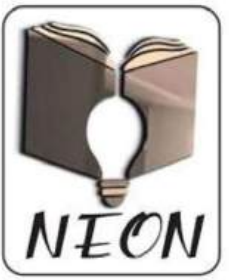

নিয়ন পাবলিকেশন

লেখকের কথা

আমরা যখন কিছু বলি, তখন নিজের জন্যই বলা উচিত। যখন লিখি সেটাও নিজের জন্য হওয়া উচিত। আমি সেটাই চেষ্টা করি।

যখন, যেভাবে নিজের ও সমাজের পরিচিত মহলে সংশোধন ও বিবেকের উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ঠিক তখন, সেভাবেই নিজের ও সেই সমাজের জন্য কলম চালিয়েছি। এরপর দেখলাম কলম আমার সেই এঁকে দেওয়া জিনিসগুলোর কেমন যেন একটা 'রূপ' দাঁড় করিয়েছে।

এরপর ভাবলাম, দেখি তো সেই রূপটাকে 'অপরূপ' কিছুতে উন্নিত করা যায় কি না! যেই ভাবা সেই কাজ। দেখতে দেখতে সেই রূপটাই আজ 'চিরকুট'। জানি না অপরূপ কিছু হয়েছে কি না, কিন্তু আমার নিজের কিছু উপকার হয়েছে। এটাই আমার পাওয়া। তাছাড়া সেই সমাজ কিংবা সমাজের আরো কোনো বোন যদি এই 'চিরকুট' থেকে উপকৃত হয় তাহলে সেটা হবে আমার জন্য পরম পাওয়া।

আনাড়ি হাত। আশাকরি ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আল্লাহ সবাইকে বোঝার ও আমলের তাওফিক দিন।প্রতিটি পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে দিন। আমীন।

ফাতিমা আফরিন

০৫/০১/২০২০

সূচিপত্র

১। নীলসাগর ১১

২। একমুঠো সুখ ২১

৩। গোধূলীর সূর্য ৪৭

৪। গোলাপ কাটা ৫৫

৫। পদ্মফুল ৬৮

৬। চিরকুট ৭৯

৭। কে আমি ৯৯

৮। নীল ডায়েরি ১০৭

নীল সাগর

'এই যে! এতোগুলো কাপড় নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? অফিসের কাজ করতে করতেই তো হাপিয়ে যান, বাসায় এসেও যদি এভাবে কাজ করতে থাকেন তাহলে শরীর খারাপ করবে তো! কাপড়গুলো আমাকে দিন আমি ধুয়ে ফেলবো।'

তাহমিদ রুকাইয়ার দু'গাল আলতো করে চেপে ধরে বলল, 'আমি অসুস্থ হয়ে যাবো আর আপনি বড্ড সুস্থ থাকবেন তাই না? একদম পাকনামি করবে না। এখন তোমার পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। আমাদের অনাগত সন্তান পৃথিবীর আলো না দেখা পর্যন্ত তোমাকে ছুটি দিলাম। তারপর তুমি যখন সুস্থ হবে, তখন তুমি করবে। এখন আমাকে করতে দাও।'

'কিন্তু এতোগুলো কাপড় আপনি একা ধুতে পারবেন? আমি আপনাকে একটু সাহায্য করি কেমন?'

'না গো প্রিয়তমা! এতো দরদ আমার লাগবে না। তুমি যদি ঠান্ডা লাগাও তাহলে তোমার ক্ষতির সাথেসাথে আমাদের সন্তানেরও ক্ষতি হবে।'

'উফ! মাত্র তো প্রথম মাস, এতে এতো ক্ষতি হওয়ার কী আছে?'

'গর্ভবতীর সময়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম তিনমাস খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এসময় খাওয়ায় অরুচি দেখা দেয়, মাথা ঘুরায়, অস্থিরতা বাড়ে। এসময় বিশ্রামের খুব প্রয়োজন। তুমি কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে গল্প করো আর আমি ধুতে থাকি।'

একবালতি কাপড় ধুয়ে তাহমিদ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'কাপড় ধোয়া এতো কষ্ট!'

'আমি বলেছিলাম না আপনার কষ্ট হবে!'

'আরে বোকা, এটা তেমন কোনো কষ্ট না। আমার পাগলীটা সুস্থ থাকুক এটাই চাওয়া।'

রুকাইয়া তাহমিদের দিকে অপলক তাকিয়ে ভাবছে- এই মানুষটা এতো ভালো কেন! বিয়ের আগে কাজিনদের মুখে শুনতাম স্বামীরা নাকি নিজেদের স্বার্থই বোঝে, স্ত্রীর ভালোমন্দ, শখ আহ্লাদের কোন তোয়াক্কা করে না, কিন্তু এই মানুষটা একদম বিপরিত।

রুকাইয়াকে আনমনা হয়ে থাকতে দেখে তাহমিদ বলল, 'এতো কী ভাবছো?'

'কই না তো!'

'তুমি একটা চিজ, একটা কথা জিজ্ঞেস করলে বলতে চাও না। আসো তোমাকে নাশতা খাইয়ে আমি অফিসে যাবো।'

ভ্রুকুঁচকে রুকাইয়া বলল, 'আমি কি ছোট্ট খুকি যে আমাকে নাশতা খায়িয়ে দিতে হবে! আমিই পারি, আপনি খেয়ে অফিসে যান।'

রুকাইয়ার বাজুতে ধরে দুষ্ট হাসি দিয়ে তাহমিদ বলল, 'তোমার কি বউ আছে? আমার বউটার মতো দুষ্ট মিষ্টি একটা বউ থাকলে বুঝতে বউকে খায়িয়ে দেওয়ার কী মজা!'

'বেশ পাকা হয়ে গেছেন তাই না?'

'মোটেও না!'

রুকাইয়াকে খায়িয়ে তাহমিদ অফিসে চলে যায়।

তাহমিদ চলে যাওয়ায় রুকাইয়া একা হয়ে পড়ে, অস্থিরতা বাড়তে থাকে, বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল ছুঁইছুঁই, রুকাইয়া দুপুরে রান্না-খাওয়া না করে শুয়ে থাকে।

কলিংবেলের আওয়াজ শুনে রুকাইয়া শোয়া থেকে উঠে তড়িঘড়ি করে দরজা খুলে দেয়। তাহমিদ ঘামে ভিজে একাকার। কোন কথা না বলে চুপচাপ আবার শুয়ে পড়ে রুকাইয়া। ওর শরীরটা আজ খুব খারাপ। অস্থিরতায় মুখ দিয়ে ভালো করে কথাও বের হচ্ছে না।

চঞ্চলা রুকাইয়াকে চুপচাপ থাকতে দেখে তাহমিদের কিছুটা অভিমান হলো। অন্যদিন অফিস থেকে আসার পরে গামছা ভিজিয়ে তাহমিদের ঘর্মাক্ত শরীর মুছে দেয়, একগ্লাস শরবত বানিয়ে টেবিলের উপর রেখে দেয় কিন্তু আজ রুকাইয়া কথাও বলছে না।

তাহমিদও চুপচাপ ফ্রেস হয়ে শরবত বানিয়ে খেয়ে নিল। রুকাইয়ার পাশে গিয়ে মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, 'শরীরটা খুব খারাপ?'

রুকাইয়া মাথা নাড়লো।

'অস্থির লাগছে, যেন পুরো পৃথিবী ভনভন করে ঘুরছে।'

তাহমিদ মনেমনে বলল- ধ্যাত! ফাওফাও পাগলীটার উপর অভিমান করলাম।

গোলাপ কাটা

'তোমার সবুজ বাগানের প্রেমে পড়েছি বহু আগে। তোমার বাগান জুড়ে বাহারি ফুলের টিপটপ সমাহার প্রমাণ করে, বেশ পরিপাটি ও গোছালো মেয়ে তুমি।' সুমাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল হুমায়রা।

মুচকি হেসে সুমাইয়া বলল, 'বাহারি রঙের ফুলের সাথে মিতালি গড়তে গড়তে দিন কেটে যায় আমার। আর সাথে যদি থাকে পছন্দনীয় কোন বই, তাহলে তো কথাই নেই। নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে বইয়ের পাতায় মজে থাকি। তবে আগের মতো বই পড়ার নেশা এখন আর নেই।'

'নেই কেন?'

'আসলে পড়ার ক্ষেত্রে ঢের অলসতা আমারও। পড়বো পড়বো করে আর পড়া হয় না।'

'শুধু বিভিন্ন বই পড়ার কথা বলিনি। পড়া তো কত ধরণের আছে। কুরআন পড়া, মাসআলা-মাসায়েল জানা, ধর্মীয় বই পড়া সব মিলিয়ে বলেছি।'

'আচ্ছা একটা কথা, মেয়েদের জন্য মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?'

সুমাইয়ার সরল উত্তর- অপরিসীম।

'কোন দিক দিয়ে এতো গুরুত্ব মনে হলো তোমার?

সুমাইয়া ধীরকণ্ঠে বলল- 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

অর্থ- হে নবী আপনি বলে দিন! যে জানে আর যে জানে না উভয় কি সমান হতে পারে?

এবং হাদিসে এসেছে-

অর্থ-প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ-মহিলার জন্য ইলম অন্বেষণ করা ফরজ।

তাছাড়া প্রিয় নবী (সা.) এর জীবনচরিতের দিকে একটু দৃষ্টি দাও, তাহলে দেখতে পাবে, পড়ার ব্যাপারে সেখানে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও দেখতে পাবে, ওহীর সূচনাকাল থেকে নিয়ে রাসুল (সা.) এর পুরো তেইশ বছরের আদর্শ জীবনীতে পড়ার বিষয়টাতে কতটা যত্ন নেয়া ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কেন পড়বো এবং পড়ার উদ্দেশ্য কী?

হ্যাঁ! আমরা শেখার জন্য পড়বো, জানার জন্য পড়বো, মানার জন্য পড়বো এবং শেখানোর জন্য পড়বো।

পদ্মফুল

এক.

গ্রামের সাধারণ পরিবারের গরীব বাবার মেয়ে তায়্যিবা। গায়ের রঙ গভীর কালো, যেন একটি কালো পুতুল। কালো হলেও চেহারায় অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। কিন্তু আমাদের সমাজ কী চেহারার সৌন্দর্য দেখে! নাহ, সাবাই সাদার পূজারি। তার চলনে রয়েছে মাধুর্যতা, আচরণে আছে জাদুময়তা। বাবার ইচ্ছা মেয়েকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। পাশের গ্রামের মহিলা মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে বাড়িতে মায়ের কাজে সাহায্য করে সে। খেদমত করার ইচ্ছা থাকলেও মায়ের ইচ্ছা মেয়েকে সেলাইয়ের কাজ ও রান্নায় পারদর্শী করার। তাই খেদমতে না গিয়ে মায়ের কাছে রেখেই সবধরণের কাজ শিখে নেয় তায়্যিবা।

ঘুমন্ত বিবেকের বোধোদয়ের সোপান...

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

- ইউটার্ন-জাফর বিপি
- লাভক্যান্ডি-জাফর বিপি
- চিরকুট-ফাতিমা আফরিন
- বিজয়িনী-জাফর বিপি সম্পাদিত